মামলা ও আদালত

*সতর্কতা:
কোর্সের সকল তথ্য প্রাথমিক ও সাধারন ধারনা প্রদানের জন্য তৈরী। আইন বিষয়ক আলোচনা ও পরামর্শের জন্য আইনজীবীর সহিত পরামর্শ করার অনুরোধ করা হলো।

সূচীপত্র

প্রাথমিক আলোচনা	----	2
ফৌজদারি আদালতসমূহ:	----	4
গুরুত্বপূর্ণ ফৌজদারি আইন	----	6
ফৌজদারিমামলা দায়েরের স্থান নির্ধারণ:		9
জামিন	----	12
দেওয়ানি মামলা	----	14
দেওয়ানি মামলা ও আদালত	----	15
দেওয়ানি মামলার ধাপসমূহ	----	17
রিট মামলা	----	20
জনস্বার্থ মামলা	----	22
গুরুত্বপূর্ণ দেওয়ানি আইন	----	23

প্রাথমিক আলোচনা

আমাদের দেশে আইনি প্রক্রিয়ায় মামলাগুলো মূলত দুই ভাগে বিভক্ত। **দেওয়ানি মামলা** এবং **ফৌজদারি মামলা** আপনারা অনেকেই হয়ত আইনের বাংলা শব্দের সাথে পরিচিত নন। তাদের জন্য যদি সহজ করে বলি তাহলে সিভিল মামলা হচ্ছে দেওয়ানি ও ক্রিমিনাল মামলা হচ্ছে ফৌজদারি। মামলার প্রকারভেদ বোঝাটা আমাদের জন্য জরুরী কারন মামলার ধরনের উপর ভিত্তি করে এখতিয়ারভুক্ত আদালতে মামলা দায়ের করতে হয় তা না হলে মামলা খারিজ হয়ে যায়। এই কোর্সে আমরা মূলত ফৌজদারি বা ক্রিমিনাল মামলা ও আদালতের কার্যক্রম নিয়ে আপনাদের সাথে আলেচনা করবো।

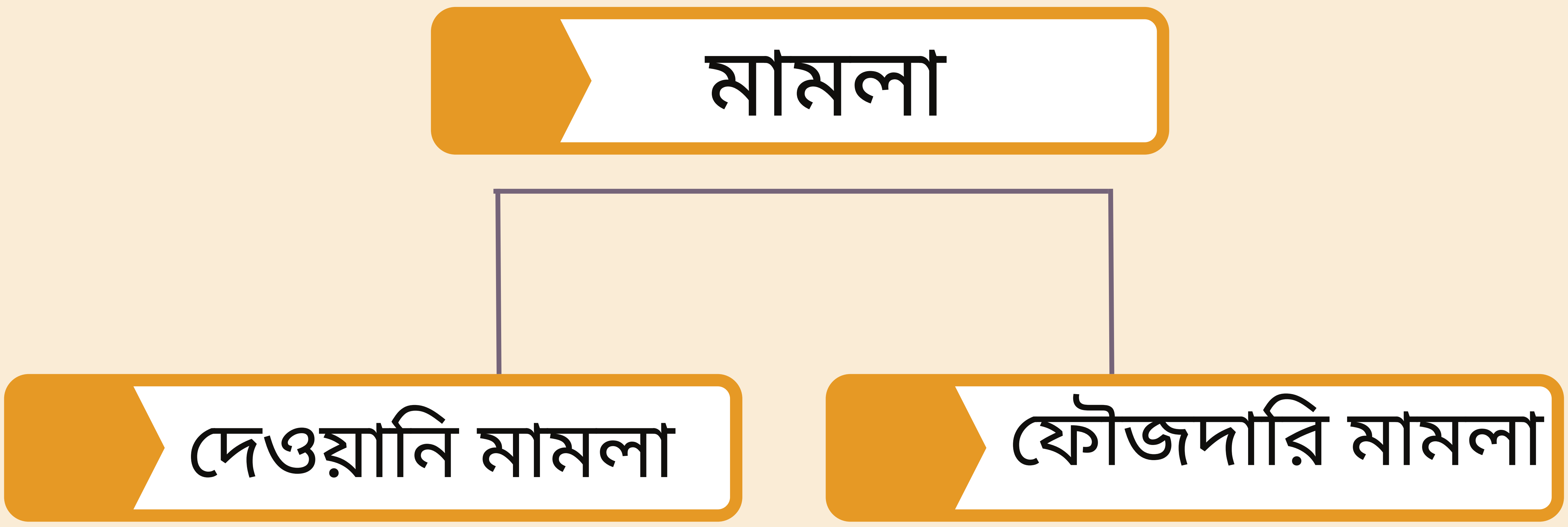

ফৌজদারি আদালতসমূহ

দায়রা আদালত

প্রত্যেক বিভাগের জন্য

১) দায়রা জজ আদালত
২) অতিরিক্ত দায়রা জজ আদালত
৩)সহকারী দায়রা জজ আদালত

মেট্রোপলিটন এলাকার জন্য

১) মহানগর দায়রা জজ আদালত
২) অতিরিক্ত মহানগর দায়রা জজ আদালত
৩) যুগ্ম মহানগর দায়রা জজ আদালত

ম্যাজিস্ট্রেট আদালত

১) চীফ জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আদালত,
২) অতিরিক্ত চীফ জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আদালত,
৩) প্রথম শ্রেণীর ম্যাজিস্ট্রেট আদালত
৪) দ্বিতীয় শ্রেণীর ম্যাজিস্ট্রেট আদালত
৫) তৃতীয় শ্রেণীর ম্যাজিস্ট্রেট আদালত

মেট্রোপলিটন এলাকার জন্যঃ

১) চীফ মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট
২) অতিরিক্ত চীফ মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট
৩) মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট

ফৌজদারি আদালতসমূহ

বিশেষ আদালত ও ট্রাইব্যুনাল

নারী ও শিশু নির্যাতন দমন ট্রাইব্যুনাল

দ্রুত বিচার ট্রাইব্যুনাল

সাইবার ট্রাইব্যুনাল

আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল

বিশেষ জজ আদালত

গুরুত্বপূর্ণ ফৌজদারি আইন

দেশের ফৌজদারি আইন ব্যবস্থার মূল ভিত্তি। এই আইনটি বিভিন্ন ধরনের অপরাধ এবং তাদের শাস্তির বিধান করে। এটি মূলত মানুষের জীবন, সম্পত্তি, শরীর এবং সুনামের বিরুদ্ধে সংঘটিত অপরাধগুলোকে সংজ্ঞায়িত করে এবং তাদের জন্য বিভিন্ন শাস্তির বিধান করে, যেমন: কারাদণ্ড, জরিমানা, বা উভয়ই। দণ্ডবিধি অনুযায়ী, অপরাধের প্রকৃতি এবং তীব্রতার উপর ভিত্তি করে শাস্তির মাত্রা নির্ধারিত হয়। এটি সাধারণ নাগরিকদের পাশাপাশি সরকারি কর্মচারী এবং অন্যান্য বিশেষ ব্যক্তিদের অপরাধের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। এই আইনটি সমাজের শান্তি ও শৃঙ্খলা বজায় রাখার জন্য একটি অপরিহার্য হাতিয়ার হিসেবে কাজ করে এবং অপরাধীদের বিচারের আওতায় এনে ন্যায়বিচার নিশ্চিত করে।	দণ্ডবিধি, ১৮৬০
ফৌজদারি বিচার প্রক্রিয়ার মূল কাঠামো নির্ধারণ করে। এটি অপরাধের তদন্ত, গ্রেফতার, বিচার এবং শাস্তির প্রক্রিয়াগুলো বিশদভাবে বর্ণনা করে। এই আইন অনুযায়ী, পুলিশ কীভাবে অপরাধ তদন্ত করবে, কীভাবে সাক্ষ্য প্রমাণ সংগ্রহ করবে, এবং কীভাবে অপরাধীকে গ্রেফতার করবে, তা নির্দিষ্ট করা আছে। আদালত কীভাবে বিচার পরিচালনা করবে, কীভাবে সাক্ষীদের জবানবন্দি নেবে, এবং কীভাবে রায় ঘোষণা করবে, তারও বিস্তারিত নিয়ম এই আইনে দেওয়া আছে। জামিন, আপিল এবং অন্যান্য আইনি প্রক্রিয়াগুলোও এই বিধির আওতায় পড়ে।	ফৌজদারি কার্যবিধি, ১৮৯৮

বি: দ্র: আইনগুলোতে ক্লিক করলেই নতুন ট্যাবে পুরো আইন দেখতে পাবেন।

www.ainsheba.com

গুরুত্বপূর্ণ ফৌজদারি আইন

বাংলাদেশের একটি গুরুত্বপূর্ণ আইন যা নারী ও শিশুদের বিরুদ্ধে সংঘটিত নির্যাতনমূলক অপরাধ দমনের জন্য প্রণীত হয়েছে। এই আইনটি ধর্ষণ, যৌতুকের জন্য নির্যাতন, এসিড নিক্ষেপ, অপহরণ, যৌন নিপীড়নসহ বিভিন্ন ধরনের নারী ও শিশু নির্যাতনের অপরাধগুলোকে সংজ্ঞায়িত করে এবং এসব অপরাধের জন্য কঠোর শাস্তির বিধান করে। এই আইনের অধীনে, নারী ও শিশু নির্যাতন দমন ট্রাইব্যুনাল গঠন করা হয়েছে, যা দ্রুত বিচার নিশ্চিত করার লক্ষ্যে বিশেষায়িত আদালত হিসেবে কাজ করে। এই ট্রাইব্যুনালগুলো নারী ও শিশু নির্যাতনের মামলাগুলোর দ্রুত নিষ্পত্তি করে এবং ভুক্তভোগীদের ন্যায়বিচার প্রাপ্তিতে সহায়তা করে। এই আইন এবং ট্রাইব্যুনালগুলো নারী ও শিশুদের সুরক্ষা এবং সমাজে ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার জন্য একটি অপরিহার্য পদক্ষেপ।	নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইন, ২০০০

বাংলাদেশে আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির দ্রুত উন্নতির লক্ষ্যে প্রণীত একটি বিশেষ আইন। এই আইনের মূল উদ্দেশ্য হলো, কিছু নির্দিষ্ট ধরনের গুরুতর অপরাধের বিচার দ্রুত সম্পন্ন করা, যাতে অপরাধীরা দ্রুত শাস্তির আওতায় আসে এবং ভুক্তভোগীরা ন্যায়বিচার পায়। এই আইনের আওতায়, সরকার বিশেষ দ্রুত বিচার ট্রাইব্যুনাল গঠন করে, যা সাধারণ আদালতের তুলনায় দ্রুত গতিতে মামলা নিষ্পত্তি করে। এই আইনে চাঁদাবাজি, সন্ত্রাসী কার্যক্রম, অস্ত্র ও বিস্ফোরক দ্রব্য সংক্রান্ত অপরাধ, এবং অন্যান্য গুরুতর অপরাধের দ্রুত বিচার নিশ্চিত করা হয়। এই আইনটি সমাজে অপরাধের মাত্রা কমাতে এবং জনগণের মধ্যে আইনের প্রতি আস্থা বাড়াতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। এর অধীনে সুনির্দিষ্ট কিছু অপরাধের বিচার অত্র আদালত কর্তৃক সম্পাদিত হয়।	দ্রুত বিচার আইন, ২০০২

www.ainsheba.com

গুরুত্বপূর্ণ ফৌজদারি আইন

মূলত দেশের নিরাপত্তা এবং অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা রক্ষার উদ্দেশ্যে প্রণীত হয়েছে। এই আইনে সরকার কিছু বিশেষ ক্ষমতা প্রয়োগ করতে পারে, যার মধ্যে রয়েছে বিনা পরোয়ানায় আটক, বিশেষ ট্রাইব্যুনালে দ্রুত বিচার, এবং কিছু ক্ষেত্রে সংবাদ মাধ্যমের স্বাধীনতা সীমিত করা। এই আইনের অধীনে সরকার চোরাচালান, মজুদদারি, এবং অন্যান্য অর্থনৈতিক অপরাধের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নিতে পারে। এছাড়াও, রাষ্ট্রবিরোধী কার্যকলাপ, সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড, এবং অন্যান্য জাতীয় নিরাপত্তা সংক্রান্ত বিষয়েও এই আইন প্রয়োগ করা হয়।	বিশেষ ক্ষমতা আইন, ১৯৭৪

এই নতুন অধ্যাদেশের মূল উদ্দেশ্য হলো সাইবার স্পেসে সংঘটিত অপরাধ শনাক্তকরণ, প্রতিরোধ, দমন এবং এর বিচার নিশ্চিত করার মাধ্যমে সাইবার সুরক্ষা জোরদার করা। অধ্যাদেশের তৃতীয় অধ্যায়ে সাইবার সুরক্ষায় প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থার বিস্তারিত উল্লেখ করা হয়েছে।	সাইবার সুরক্ষা অধ্যাদেশ, ২০২৫

মামলা দায়েরের স্থান নির্ধারণ:

থানা

ফৌজদারি কার্যবিধি,১৮৯৮ এর ১৫৪ ধারা অনুযায়ী বাংলাদেশে আমল যোগ্য বা cognizable offenses (যেমন খুন, ধর্ষণ ইত্যাদি) এর ক্ষেত্রে মামলা দায়ের করার প্রাথমিক ধাপ হলো থানায় একটি প্রাথমিক তথ্য বিবরণী (FIR) দায়ের করা। এই এফআইআর-এ অপরাধের বিবরণ, অভিযোগকারীর তথ্য এবং অভিযুক্ত সম্পর্কে জানা কোনো তথ্য উল্লেখ করতে হয়।

অন্যদিকে, আমল অযোগ্য বা non-cognizable offenses (কম গুরুতর অপরাধ) এর জন্য ফৌজদারি কার্যবিধি,১৮৯৮ এর ধারা ১৫৫ অনুযায়ী প্রথমে থানায় জিডি দায়ের করতে হয়, পরে ম্যাজিস্ট্রেট এর অনুমতি সাপেক্ষে মামলা দায়ের করা যায়।

মামলা দায়েরের স্থান নির্ধারণ:

কিছু বিশেষ পরিস্থিতিতে সরাসরি আদালতেও মামলা দায়ের করা যেতে পারে। এগুলো সাধারণত ব্যতিক্রম, কয়েকটি পরিস্থিতি আলোচনা করা হলো: পুলিশ যদি এফআইআর না নেয়: যদি আপনি থানায় কোনো অপরাধের অভিযোগ জানাতে যান এবং পুলিশ আপনার এফআইআর নিতে অস্বীকার করে, তাহলে আপনি সরাসরি আদালতে মামলা দায়ের করতে পারেন। এই ক্ষেত্রে, আপনি একটি দরখাস্তের মাধ্যমে ম্যাজিস্ট্রেট আদালতে অভিযোগ জানাতে পারেন। পুলিশের তদন্তে অসহযোগিতা বা পক্ষপাত: যদি আপনি মনে করেন যে পুলিশ আপনার মামলাটির তদন্তে সহযোগিতা করছে না বা পক্ষপাতিত্ব করছে, তাহলে আপনি আদালতে একটি অভিযোগ দায়ের করতে পারেন। এই ক্ষেত্রে, আদালত পুলিশকে তদন্তের নির্দেশ দিতে পারে অথবা নিজেই তদন্তের দায়িত্ব নিতে পারে। কিছু বিশেষ ধরনের মামলা: কিছু বিশেষ ধরনের ফৌজদারি মামলা, যেমন মানহানি বা কিছু আর্থিক অপরাধের ক্ষেত্রে, সরাসরি আদালতেও মামলা দায়ের করা যেতে পারে। তবে, এই বিষয়ে আইনজীবীর পরামর্শ নেওয়া ভালো।	আদালত

www.ainsheba.com

ফৌজদারি মামলার ধাপসমূহ

1. অভিযোগ বা এজাহার দায়ের
2. তদন্ত
3. চার্জ গঠন
4. শুনানি ও সাক্ষ্য গ্রহণ
5. যুক্তিতর্ক
6. রায় প্রদান
7. আপিল

www.ainsheba.com

জামিন :

ফৌজদারি মামলায় জামিন একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়, বিশেষ করে যখন কেউ কোনো ফৌজদারি অভিযোগে অভিযুক্ত হন। জামিন মানে হলো সাময়িকভাবে কোনো অভিযুক্ত ব্যক্তিকে আইনগত হেফাজতে থাকার পরিবর্তে কিছু শর্তসাপেক্ষে মুক্তি দেওয়া।

জামিনযোগ্য অপরাধের ক্ষেত্রে, অভিযুক্ত ব্যক্তি জামিন পাওয়ার অধিকারী। তবে, জামিন অযোগ্য অপরাধের ক্ষেত্রে, জামিন পাওয়া আদালতের বিবেচনার উপর নির্ভর করে। আদালত বিভিন্ন বিষয় বিবেচনা করে যেমন, অপরাধের গুরুত্ব, অভিযুক্তের পূর্ববর্তী অপরাধের রেকর্ড, এবং তিনি যদি জামিন পেয়ে পালিয়ে যান তার সম্ভাবনা ইত্যাদি।

জামিনের জন্য প্রাথমিকভাবে ম্যাজিস্ট্রেট আদালতে আবেদন করতে হয়। এই আদালতে আবেদন না মঞ্জুর হলে দায়রা জজ আদালতে জামিন আবেদন করতে হয়। দায়রা আদালতে ও যদি জামিন নামঞ্জুর হলে তখন হাইকোর্টে জামিনের জন্য আবেদন করা হয়। সর্বশেষে সুপ্রিমকোর্টের আপিল বিভাগে আবেদন করা হয়।

জামিন এর কিছু সীমাবদ্ধতাও রয়েছে। জামিন পাওয়া মানে এই নয় যে অভিযুক্ত ব্যক্তি দোষী নয়। বরং, জামিন পেয়ে তিনি তার মামলার প্রস্তুতি নেওয়ার সুযোগ পান। যদি বিচারে তিনি দোষী সাব্যস্ত হন, তাহলে তাকে আইন অনুযায়ী শাস্তি ভোগ করতে হবে।
জামিনের শর্ত ভঙ্গ করলে বা কোন ভাবে বাদীকে ক্ষতিগ্রস্ত করলে অথবা মামলাকে প্রভাবিত করার চেষ্টা করলে জামিন বাতিল হতে পারে।

জামিন

ম্যাজিস্ট্রেট আদালতে

ম্যাজিস্ট্রেট আদালতে

দায়রা জজ আদালত

হাইকোর্ট বিভাগ

আপিল বিভাগ

www.ainsheba.com

দেওয়ানি মামলা

বাংলাদেশের আইনি ব্যবস্থায় দেওয়ানি মামলা একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। সাধারণত ব্যক্তি, প্রতিষ্ঠান বা সরকারের মধ্যে জমি, চুক্তি, ঋণ, সম্পত্তি বিভাজন, স্বত্বাধিকার সংক্রান্ত বিরোধের নিষ্পত্তির জন্য দেওয়ানি আদালতে মামলা দায়ের করা হয়। দেওয়ানি কার্যবিধি ১৯০৮ (Code of Civil Procedure, 1908) অনুসারে এসব মামলা পরিচালিত হয়।

দেওয়ানি মামলার ধরণ:

সম্পত্তি সংক্রান্ত মামলা (Property disputes)
চুক্তি সংক্রান্ত মামলা (Contract disputes)
পাওনা সংক্রান্ত মামলা (Recovery of Debt)
বিবাহ ও পারিবারিক মামলা (Marriage and family disputes)
মানহানি মামলা (Defamation cases)
ক্ষতিপূরণ মামলা (Compensation cases)
অন্যান্য (Others)

প্রতিটি আদালতে তার একটি নির্দিষ্ট এখতিয়ার থাকে, যেখানে মামলা পরিচালনা করতে পারে।

দেওয়ানী অধস্তন আদালতঃ

ক) জেলা জজ আদালত
খ) অতিরিক্ত জেলা জজ আদালত
গ) যুগ্ম জেলা জজ আদালত
ঘ) সিনিয়র সহকারী জজ আদালত
ঙ) সহকারী জজ আদালত

দেওয়ানি মামলা

বাংলাদেশ প্রেক্ষাপটে, দেওয়ানী আদালতের এখতিয়ার মূলত নিম্নলিখিত বিষয়গুলোর উপর ভিত্তি করে নির্ধারিত হয়:

আঞ্চলিক এখতিয়ার :

আঞ্চলিক এখতিয়ার নির্ধারণ করে যে কোন দেওয়ানী আদালত একটি নির্দিষ্ট ভৌগোলিক এলাকার মধ্যে সংঘটিত ঘটনা বা অবস্থিত সম্পত্তির বিরোধ নিষ্পত্তি করতে পারবে। দেওয়ানী কার্যবিধি, ১৯০৮ এর ধারা ১৬ থেকে ২০ আঞ্চলিক এখতিয়ার সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা আছে । সাধারণত, নিম্নলিখিত স্থানে অবস্থিত আদালত মামলা গ্রহণের এখতিয়ার রাখে:

- যেখানে বিরোধের কারণ উদ্ভূত হয়েছে।
- যেখানে বিবাদী বা একাধিক বিবাদীর মধ্যে কেউ বসবাস করেন বা ব্যবসা পরিচালনা করেন।

যেখানে বিরোধের বিষয়বস্তু (যেমন সম্পত্তি) অবস্থিত।
উদাহরণস্বরূপ, যদি ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় একটি জমি নিয়ে বিরোধ সৃষ্টি হয়, তবে ব্রাহ্মণবাড়িয়ার দেওয়ানী আদালতে সেই মামলা দায়ের করতে হবে।

বিষয়বস্তুগত এখতিয়ার:

বিষয়বস্তুগত এখতিয়ার নির্ধারণ করে যে একটি দেওয়ানী আদালত কোন নির্দিষ্ট ধরনের মামলার বিচার করতে পারবে। কিছু দেওয়ানী আদালত নির্দিষ্ট ধরনের মামলার বিচারের জন্য বিশেষভাবে গঠিত হতে পারে। উদাহরণস্বরূপ, পারিবারিক আদালত (Family Court) বিবাহ, বিবাহ বিচ্ছেদ, ভরণপোষণ এবং সন্তানদের হেফাজত সংক্রান্ত বিষয়াদির বিচার করে। শ্রম আদালত (Labour Court) শ্রমিক এবং মালিকদের মধ্যেকার বিরোধ নিষ্পত্তি করে। অর্থঋণ আদালত (Artha Rin Adalat) ঋণ খেলাপ সংক্রান্ত মামলার বিচার করে।

দেওয়ানি মামলা

আর্থিক এখতিয়ার :

আর্থিক এখতিয়ার নির্ধারণ করে যে একটি দেওয়ানী আদালত কত টাকার আর্থিক মূল্যের মামলার বিচার করতে পারবে। বিভিন্ন স্তরের দেওয়ানী আদালতের আর্থিক এখতিয়ার ভিন্ন ভিন্ন। বাংলাদেশ আদালত আইন, ১৮৮৭ আর্থিক এখতিয়ার নির্ধারণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে।
বর্তমানে, আর্থিক এখতিয়ারের ভিত্তিতে দেওয়ানী আদালতগুলোকে নিম্নোক্তভাবে ভাগ করা যায়:

- সহকারী জজ আদালত (Assistant Judge's Court): যে দেওয়ানি মামলার বিষয়বস্তুর মূল্য ১৫ লক্ষ টাকা পর্যন্ত সেগুলোর বিচার করতে পারেন।

- সিনিয়র সহকারী জজ আদালত (Senior Assistant Judge's Court): যে দেওয়ানি মামলার বিষয়বস্তুর মূল্য ১৫ লক্ষ টাকা থেকে ২৫ লক্ষ টাকা পর্যন্ত সেগুলোর বিচার করতে পারেন।

- যুগ্ম জেলা জজ আদালত (Joint District Judge's Court): যে দেওয়ানি মামলার মূল্যমান ২৫ লক্ষ টাকা থেকে অসীম সেগুলোর মূল বিচারিক এখতিয়ার রয়েছে।

- অতিরিক্ত জেলা জজ আদালত : অতিরিক্ত জেলা জজ আদালত জেলা জজ কর্তৃক প্রেরিত সকল মামলাসমূহের বিচার করে থাকে।

- জেলা জজ আদালত (District Judge's Court): জেলা পর্যায়ে সর্বোচ্চ আর্থিক এখতিয়ার সম্পন্ন দেওয়ানী আদালত।

আর্থিক এখতিয়ার নির্ধারণের উদ্দেশ্য হলো মামলার গুরুত্ব অনুযায়ী বিভিন্ন স্তরের আদালতের মধ্যে কাজের চাপ বিতরণ করা এবং দ্রুত বিচার প্রক্রিয়া নিশ্চিত করা।

দেওয়ানি মামলা

জেলা জজ আদালত	যে দেওয়ানি মামলার মূল্যমান ৫ কোটি টাকা পর্যন্ত, সেগুলোর আপিল শুনতে পারেন
অতিরিক্ত জেলা জজ আদালত	জজ আদালত জেলা জজ কর্তৃক প্রেরিত সকল মামলাসমূহ
যুগ্ম জেলা জজ আদালত	যে দেওয়ানি মামলার মূল্যমান ২৫ লক্ষ টাকা থেকে অসীম
সিনিয়র সহকারী জজ আদালত	যে দেওয়ানি মামলার বিষয়বস্তুর মূল্য ১৫ লক্ষ টাকা থেকে ২৫ লক্ষ টাকা পর্যন্ত
সহকারী জজ আদালত	যে দেওয়ানি মামলার বিষয়বস্তুর মূল্য ১৫ লক্ষ টাকা পর্যন্ত

www.ainsheba.com

দেওয়ানি মামলা

মূল এখতিয়ার এবং আপিল এখতিয়ার :

- মূল এখতিয়ার: যখন কোনো আদালত কোনো মামলা প্রথমবার গ্রহণ করে এবং বিচার করে, তখন সেই আদালতের মূল এখতিয়ার রয়েছে বলে ধরা হয়। সহকারী জজ আদালত এবং জেলা জজ আদালত উভয়েরই কিছু ক্ষেত্রে মূল এখতিয়ার থাকে।

- আপিল এখতিয়ার: যখন কোনো আদালত নিম্ন আদালতের রায়ের বিরুদ্ধে আপিল গ্রহণ করে এবং সেই আপিলের শুনানি করে, তখন সেই আদালতের আপিল এখতিয়ার রয়েছে বলে ধরা হয়। জেলা জজ আদালত সাধারণত সহকারী জজ আদালতের রায়ের বিরুদ্ধে আপিল শোনেন। হাইকোর্ট বিভাগ জেলা জজ আদালতের রায়ের বিরুদ্ধে আপিল শুনতে পারে।

হাইকোর্ট বিভাগের এখতিয়ারঃ

বাংলাদেশ সংবিধান এবং অন্য কোন আইনের দ্বারা হাইকোর্ট বিভাগের উপর আদি, আপীল ও অন্য প্রকার এখতিয়ার, ক্ষমতা ও দায়িত্ব অর্পিত হয়েছে-
ক) আদি এখতিয়ার- রীট, কোম্পানী এডমিরালটি ইত্যাদি সংক্রান্ত বিষয়াদি,
খ) আপীল ও রিভিশনালএখতিয়ার- জেলা ও দায়রা জজ আদালত,অতিরিক্ত জেলা ও দায়রা জজ, যুগ্ম জেলা ও দায়রা জজ, বিশেষ ট্রাইব্যুনাল, বিশেষ জজ, অর্থঋণ আদালত, দ্রুত বিচার ট্রাইব্যুনাল ইত্যাদি আদালতের রায় ও আদেশের বিরুদ্ধে হাইকোর্টে প্রযোজ্য ক্ষেত্রে আপীল অথবা বিভিশন দায়ের করা যায়।
গ) আদালত অবমাননা সংক্রান্ত বিষয়াদি

দেওয়ানি মামলার ধাপসমূহ

- মামলা দায়ের
- সমন জারি
- প্রাথমিক শুনানি
- লিখিত বিবৃতি দাখিল
- প্রমাণ সংগ্রহ ও সাক্ষ্য গ্রহণ
- চূড়ান্ত শুনানি
- রায় প্রদান
- আপিল ও পুনর্বিবেচনা

www.ainsheba.com

রিট মামলা

বাংলাদেশে, সংবিধানের ১০২ অনুচ্ছেদের অধীনে হাইকোর্ট বিভাগকে এই বিশেষ ক্ষমতা প্রদান করা হয়েছে। এর মাধ্যমে হাইকোর্ট বিভাগ কোনো ব্যক্তি বা কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে নির্দিষ্ট পরিস্থিতিতে আদেশ বা নির্দেশ জারি করতে পারে।
রিট পিটিশনের মূল উদ্দেশ্য:

- ব্যক্তিগত ও মৌলিক অধিকার রক্ষা করা।
- সরকারি কর্তৃপক্ষ বা সংবিধিবদ্ধ সংস্থার স্বেচ্ছাচারিতা বা আইন বহির্ভূত কাজ থেকে নাগরিকদের সুরক্ষা দেওয়া।
- আইনের শাসন (Rule of Law) প্রতিষ্ঠা ও বজায় রাখা।

গুরুত্বপূর্ণ বিবেচ্য বিষয়সমূহ

- বিকল্প প্রতিকার : সাধারণত, যদি কোনো কার্যকর ও পর্যাপ্ত বিকল্প প্রতিকার (যেমন আপিল বা রিভিশন) বিদ্যমান থাকে, তবে হাইকোর্ট বিভাগ রিট আবেদন গ্রহণ করতে নাও পারে। তবে, মৌলিক অধিকার লঙ্ঘনের ক্ষেত্রে এই নীতি শিথিল হতে পারে।
- লোকাস স্ট্যান্ডি: রিট আবেদন করার জন্য আবেদনকারীর একটি আইনগত অধিকার বা সংক্ষুব্ধতা থাকতে হবে। তবে, জনস্বার্থের মামলায় এই শর্ত কিছুটা শিথিল হয়।
- বিলম্ব: অযৌক্তিক বা অস্বাভাবিক বিলম্ব করে রিট আবেদন করলে আদালত তা খারিজ করে দিতে পারে।
- হাইকোর্ট বিভাগের স্বেচ্ছাধীন ক্ষমতা (Discretionary Power): রিট জারি করা হাইকোর্ট বিভাগের একটি স্বেচ্ছাধীন ক্ষমতা। আদালত মামলার পরিস্থিতি, ন্যায়বিচার এবং জনস্বার্থের কথা বিবেচনা করে রিট জারি করবে কিনা, সেই বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেয়।

রিট মামলা

বাংলাদেশের আইনি ব্যবস্থায় মূলত পাঁচ প্রকারের রিট পিটিশন প্রচলিত আছে। এগুলো হলো:

ক. হেবিয়াস কর্পাস (Habeas Corpus)
যখন কোনো ব্যক্তিকে পুলিশ, অন্য কোনো কর্তৃপক্ষ বা এমনকি কোনো বেসরকারি ব্যক্তি বেআইনিভাবে আটক করে রাখে, তখন এই রিট আবেদন করা হয়। আদালত আটকের বৈধতা যাচাই করে।

খ. ম্যানডামাস (Mandamus)
কোনো সরকারি কর্তৃপক্ষ, সরকারি কর্মকর্তা বা সংবিধিবদ্ধ সংস্থাকে তাদের আইনগত বা সংবিধিবদ্ধ দায়িত্ব পালনে বাধ্য করা, যা তারা করতে অস্বীকার করছে বা ব্যর্থ হচ্ছে।

গ. প্রোহিবিশন (Prohibition)
যখন কোনো নিম্ন আদালত বা ট্রাইব্যুনাল এমন একটি মামলা পরিচালনা করতে যাচ্ছে যার বিচার করার ক্ষমতা তাদের নেই, বা তারা তাদের এখতিয়ারের বাইরে গিয়ে কোনো সিদ্ধান্ত নিতে যাচ্ছে, তখন এই রিট আবেদন করা হয়।

ঘ. সার্সাওরারি (Certiorari)
যখন কোনো নিম্ন আদালত বা ট্রাইব্যুনাল তাদের এখতিয়ার বহির্ভূতভাবে কোনো সিদ্ধান্ত নেয়, বা সিদ্ধান্ত নেওয়ার প্রক্রিয়ায় গুরুতর আইনগত ত্রুটি (error of law apparent on the face of the record) করে, তখন এই রিট আবেদন করা হয়।

ঙ. কো-ওয়ারেন্টো (Quo Warranto)
যখন কোনো ব্যক্তি অবৈধভাবে বা আইনগত যোগ্যতা ছাড়া কোনো সরকারি পদে আসীন হন, তখন তার পদের বৈধতা চ্যালেঞ্জ করার জন্য এই রিট আবেদন করা হয়।

জনস্বার্থ মামলা

জনস্বার্থ মামলা (PIL) হলো এমন এক ধরনের মামলা, যা কোনো ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান তাদের নিজস্ব অধিকার লঙ্ঘনের জন্য নয়, বরং বৃহত্তর জনস্বার্থ বা সমাজের কোনো নির্দিষ্ট অংশের অধিকার রক্ষার জন্য আদালতে দায়ের করে। এর মূল উদ্দেশ্য হলো সমাজের দরিদ্র, বঞ্চিত, দুর্বল বা অসংগঠিত জনগোষ্ঠীর ন্যায়বিচার নিশ্চিত করা, যাদের পক্ষে নিজেদের অধিকার আদায়ের জন্য আদালতে যাওয়া সম্ভব হয় না।
সাধারণত, বিচারিক প্রক্রিয়ায় 'সংক্ষুব্ধ ব্যক্তি' (aggrieved person) নীতি প্রযোজ্য হলেও, জনস্বার্থ মামলার ক্ষেত্রে এই নীতি শিথিল করা হয়। এর ফলে, যে কোনো সচেতন নাগরিক বা সংগঠন জনস্বার্থে ক্ষতিগ্রস্তদের পক্ষে আদালতে আবেদন করতে পারে।

কে জনস্বার্থ মামলা দায়ের করতে পারেন?

জনস্বার্থ মামলা দায়েরের ক্ষেত্রে 'লোকাস স্ট্যান্ডি' (Locus Standi) বা আবেদন করার অধিকারের বিষয়টি অপেক্ষাকৃত শিথিল। নিম্নলিখিত ব্যক্তি বা সত্তা জনস্বার্থ মামলা দায়ের করতে পারেন:

- কোনো সচেতন নাগরিক
- কোনো বেসরকারি সংস্থা (NGO) বা মানবাধিকার সংগঠন
- কোনো পেশাদারী সংস্থা
- আদালত নিজে (Suo Motu)

তবে, আবেদনকারীকে অবশ্যই প্রমাণ করতে হবে যে, তারা কোনো ব্যক্তিগত স্বার্থে নয়, বরং প্রকৃত অর্থেই জনস্বার্থে মামলাটি দায়ের করছেন।

জনস্বার্থ মামলা বিভিন্ন কারণে দায়ের করা যেতে পারে। এর প্রধান ভিত্তিগুলো হলো

- মৌলিক অধিকার লঙ্ঘন
- পরিবেশ দূষণ ও পরিবেশগত বিপর্যয়
- মানবাধিকার লঙ্ঘন
- সুশাসন ও স্বচ্ছতার অভাব
- দুর্বল ও বঞ্চিত জনগোষ্ঠীর অধিকার
- আইনগত দায়িত্ব পালনে ব্যর্থতা
- আইনের অপব্যবহার বা স্বেচ্ছাচারিতা

গুরুত্বপূর্ণ দেওয়ানি আইন

দেওয়ানী কার্যবিধি, ১৯০৮

বাংলাদেশ আদালত আইন, ১৮৮৭

স্ট্যাম্প আইন

ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ আইন, ২০০৯

অংশীদারিত্ব আইন, ১৯৩২

কোম্পানী আইন, ১৯৯৪

চুক্তি আইন , ১৮৭২

বাড়ী ভাড়া নিয়ন্ত্রণ আইন, ১৯৯১

মূল্য সংযোজন কর ও সম্পূরক শুল্ক আইন, ২০১২

আয়কর আইন, ২০২৩

বাংলাদেশ শ্রম আইন, ২০০৬

বি: দ্র: আইনগুলোতে ক্লিক করলেই নতুন ট্যাবে পুরো আইন দেখতে পাবেন।

www.ainsheba.com

Courses

YEAR 2025

Basic Knowledge Development Course

01 Court and case

02 Bail

03 Private Company and law

04 Legal aspect of Business

05 Employment Law

06 Partnership Business and legal compliance

All basic knowledge development courses are free for all and include certificate after successful completion

Contact Us
01912913689

www.ainsheba.com

D'LEARNED AIN SHEBA

Courses

YEAR 2025

Professional Skill Development Course

01 Private company formation and legal compliance

02 Litigation drafting

03 Commercial Contract and litigation

04 Labour law and legal compliance

05 Intellectual Property Registration and Protection

06 Individual Tax Management and planning

07 Corporate Tax Management and planning

Legal education for everybody from anywhere

Contact Us
01912913689

www.ainsheba.com

D'LEARNED AIN SHEBA

*সতর্কতা:
কোর্সের সকল তথ্য প্রাথমিক ও সাধারন ধারনা প্রদানের জন্য তৈরী। আইন বিষয়ক আলোচনা ও পরামর্শের জন্য আইনজীবীর সহিত পরামর্শ করার অনুরোধ করা হলো।

28 Kazi Nazrul Islam Avenue,
Banglamotor, Dhaka -1205

Contact Us
01912913689

www.ainsheba.com